



উত্তরাঞ্চলে স্কুল বন্ধ রাখা হতে পারে

খরা : পাবনায় আরও দু'জনের মৃত্যু

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশ জুড়ে খরা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত রয়েছে। প্রচণ্ড দাবদাহে পাবনায় গতকাল আরও দু'ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া দু'সহ উল্লেখ্য রংপুর-পাবনায় বেশ কিছু লোক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

ভয়ানক খরা পরিস্থিতিতে গতকাল সরকার প্রয়োজনবোধে

দেশের উত্তরাঞ্চলের সরকারী বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আবহাওয়াবিদরা জানান দেশের ওপর বিরাজমান তাপপ্রবাহ (হীট ওয়েভ) ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। যদিও দেশের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা গতকাল কিছুটা হ্রাস পায়, তাতে খরাপিড়িত অঞ্চলে

জনজীবনে দুর্ভোগের হেরফের ঘটেনি। উত্তরাঞ্চলে আমাদের সংবাদ দাতারা জানান যে দিনের বেলায় প্রবল লু হাওয়া বইছে।

গতকাল দেশের সবচেয়ে তীব্র স্থান ছিল পাবনা ৪২.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৮ ডিগ্রী সেন্সি। বাতাসের আদ্রতা ছিল সকালে ৬৯ শতাংশ ও বিকালে

৫২ শতাংশ। উত্তরাঞ্চল বাদে সারা দেশের আকাশে গতকালও মেঘের আনাগোনা ছিল, তবে মওলবী বাজার বাদে কোথাও বৃষ্টি হয়নি। এদিকে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্ন চাপটি গতকাল বার্মার দিকে চলে যাওয়ার বাংলাদেশে আগামী তিন-চার দিনে ব্যাপক বর্ষণের সম্ভাবনাও কেটে গেছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAY 1989
পৃষ্ঠা... কলাম...

খরা : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বন্ধ রাখার পদ্ধতি

দেশের উত্তরাঞ্চলে বর্তমান প্রচণ্ড খরা এবং দু'সহ গরমের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষে সরকার ও অঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বলে এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং উপজেলা পরিষদকে অবহিত করবেন। বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত রাখবেন। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান, স্থানীয় জেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা প্রশাসক ও আঞ্চলিক উপপরিচালককে অবহিত রাখবেন এবং ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায় পর্যন্ত মাদ্রাসার শ্রেণীসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত রাখবেন।

কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যাবে না এবং সম্ভব হলে পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বাৎসরিক মোট ছুটির সাথে উক্ত ছুটি সমন্বয় করতে হবে।